১৪-১০-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি বাপদাদা মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশক্তিমান বাবা এসেছেন তোমাদের শক্তি প্রদান করতে, তাঁকে যত স্মরণ করবে, ততই শক্তি মিলতে থাকবে"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, এই ড্রামাতে সবথেকে ভালো পার্ট তোমাদের -- তা কিভাবে ?

উত্তর :-- বাচ্চারা, তোমরাই এই অসীম জগতের বাবার হও । ভগবান শিক্ষক হয়ে তোমাদের পড়ান, তাহলে তোমরা তো ভাগ্যশালী হলে, তাই না । বিশ্বের মালিক তোমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন, তিনি তোমাদের সহযোগিতায় এই বিশ্বের কল্যাণ করেন । বাচ্চারা, তোমরা তাঁকে ডেকেছো আর বাবাও এসেছেন, এই হলো দুই হাতের তালি । এখন বাবার কাছ থেকে বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করার শক্তি প্রাপ্ত করো ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা আত্মাদের পিতার সামনে বসে আছে । তারা শিক্ষকের সামনে বসে আছে, আর তারা এও জানে যে, এই বাবা গুরু রূপে এসেছেন বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবাও বলেন - হে আত্মা রূপী বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এই দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে আর তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়া হলো ছিঃ ছিঃ । বাচ্চারা, তোমরাও ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছো । তোমরা নিজেরাই নিজেদের বলো, পতিত - পাবন বাবা, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের দুঃখধাম থেকে শান্তিধামে নিয়ে যাও । এখন তোমরা যখন এখানে বসে আছো, তখন তোমাদের এই কথা মনে আসা চাই । বাবাও বলেন, আমি তোমাদের ডাকে, তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি । বাবা স্মরণ করিয়ে দেন, বরাবর তোমরাই তো ডাকতে, এসো । এখন তোমাদের সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, আমরাই ডেকেছি । ড্রামা অনুসারে বাবা এখন এসেছেন, পূর্ব কল্পের উদাহরণ স্বরূপ । ওরা তো প্ল্যান বানায় । এও শিববাবার প্ল্যান । এই সময় সকলেরই তো নিজের - নিজের প্ল্যান আছে, তাই না । পাঁচ বছরের প্ল্যান বানায়, তাতে এই - এই করবে, দেখো, কথা কিভাবে মিলে যায় । আগে এই প্ল্যান ইত্যাদি বানাতো না, এখন প্ল্যান বানাতে থাকে । বাচ্চারা তোমরা জানো, আমাদের বাবার প্ল্যান হলো এই । ড্রামার নিয়ম অনুসারে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি এই প্ল্যান বানিয়েছিলাম । তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যারা এখানে খুব দুঃখী হয়ে গেছো, বেশ্যালয়ে পড়ে আছো, আমি এখন এসেছি তোমাদের শিবালয়ে নিয়ে যেতে । ওই শান্তিধাম হলো নিরাকারী শিবালয় আর সুখধাম হলো সাকারী শিবালয় । বাচ্চারা, এই সময় বাবা তোমাদের রিফ্রেশ করছেন । তোমরা তো বাবার সম্মুখে বসে আছো, তাই না । বুদ্ধিতে তো এই নিশ্চয়তা এসেছে যে, বাবা এসেছেন । 'বাবা' শব্দটি খুব মিষ্টি । তোমরা এও জানো, আমরা আত্মারা ওই বাবার সন্তান, এরপর ভূমিকা পালন করার জন্য এই বাবার হই । তোমরা কতো সময় এই লৌকিক বাবাকে পেয়েছো ? তোমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করে সুখ আর দুঃখের অভিনয় করে এসেছো । তোমরা এখন জানো, আমাদের দুঃখের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, সুখের পার্টও সম্পূর্ণ ২১ জন্মের জন্য করেছি । এরপর অর্ধেক কল্প দুঃখের পার্ট করেছি । বাবা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বরাবর এমনই তো ছিলো তাই না । এখন আবার তোমাদের অর্ধেক কল্প সুখের অভিনয় করতে হবে । এই জ্ঞানে তোমাদের আত্মা পরিপূর্ণ থাকে, পরে আবার খালি হয়ে যায় । বাবা আবার তোমাদের পরিপূর্ণ করেন, তোমাদের গলায় তো বিজয় মালা রয়েছে । তোমাদের গলায় জ্ঞানের মালা রয়েছে । বরাবর আমরাই চক্র অতিক্রম করি । সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ,

তারপর আসি এই মিষ্টি সঙ্গম যুগে । এই যুগকে মিষ্টি বলা হবে । শান্তিধাম কোনো মিষ্টি নয় । সবথেকে মিষ্টি হলো পুরুষোত্তম কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ । এই ড্রামাতে তোমাদেরও ভালোর থেকে ভালো পার্ট আছে । তোমরা কতো ভাগ্যবান । তোমরা এই অসীম জগতের বাবার হয়ে যাও । বাচ্চারা, তিনি এসেই তোমাদের পড়ান । এই পড়া কতো উচ্চ আর কতো সহজ । তোমরা কতো ধনবান হও, তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না । ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা কতো পরিশ্রম করে, তোমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, বাবার উপার্জনে বাচ্চাদের তো অধিকার থাকে, তাই না । তোমরা এই পাঠ গ্রহণ করে ২১ জন্মের জন্য প্রকৃত উপার্জন করো । ওখানে তোমাদের কোনো অভাব হয় না, যে বাবাকে স্মরণ করতে হয়, একেই অজপাজপ বলা হয় ।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন । বাবাও বলেন, আমি এসেছি, দুই হাতেই তো তালি বাজবে, তাই না । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । পাঁচ বিকার রূপী রাবণ তোমাদের পাপাত্মা বানিয়েছে, তোমাদের আবার পুণ্যাত্মা হতে হবে, এই কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত । আমরা বাবার স্মরণে পবিত্র হয়ে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবো । এই পড়ার থেকে আমরা শক্তি পাই । দেবী - দেবতা ধর্মের জন্য বলা হয়, ধর্মই হলো শক্তি । বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান । তাই বাবার থেকে আমরা এই বিশ্বে শান্তি স্থাপনের শক্তি পাই । ওই বাদশাহী আমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না । এতটাই আমাদের শক্তি প্রাপ্ত হয় । রাজাদের হাতে দেখো, কতখানি শক্তি এসে যায় । কতো মানুষ তাদের ভয় পায় । এক রাজার কতো প্রজা, লস্কর ইত্যাদি থাকে, কিন্তু সে হলো অল্পকালের শক্তি । এ হলো ২১ জন্মের শক্তি । তোমরা এখন জানো, আমরা এই বিশ্বে রাজত্ব করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি পাই । তাই তাঁর প্রতি প্রেম তো থাকেই । দেবতারা প্রত্যক্ষভাবে নেই, তবুও তাঁদের প্রতি কতো ভালোবাসা থাকে । তাঁরা যখন সামনে থাকবেন তখন প্রজাদের তাঁদের প্রতি কতো প্রেম থাকবে । এই স্মরণের যাত্রায় তোমরা এই শক্তি গ্রহণ করছো । এই কথা তোমরা ভুলো না । এই স্মরণ করতে করতে তোমরা অনেক শক্তিমান হয়ে যাও । সর্বশক্তিমান আর কাউকেই বলা হয় না । এই স্মরণে সকলেই শক্তি প্রাপ্ত করে, এইসময় কারোরই কোনো শক্তি নেই, সকলেই তমোপ্রধান । এরপর সমস্ত আত্মারা একের থেকেই শক্তি পায়, তারপর নিজের রাজধানীতে গিয়ে নিজের - নিজের ভূমিকা পালন করে । তারপর নিজের হিসেব - নিকেশ শোধ করে নম্বর অনুযায়ী আবার শক্তিমান হয় । প্রথম নম্বরে এই দেবতাদের শক্তি । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বরাবর সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আছে । তোমাদের আত্মার মধ্যে যেমন এই জ্ঞান আছে, তেমনই বাবার আত্মার মধ্যেও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তিনি এখন তোমাদের এই জ্ঞান দান করছেন । এই ড্রামাতে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে যা বারে বারে রিপিট হতে থাকে । এরপর ওই পার্ট আবার পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে । বাচ্চারা, তোমরা এ কথাও জানো । তোমরা যখন সত্যযুগে রাজত্ব করো তখন বাবা অবসর জীবনে থাকেন, এরপর আবার কখন এই স্টেজে আসেন ? তোমরা যখন দুঃখী হও । তোমরা জানো যে, তাঁর ভিতরে সম্পূর্ণ রেকর্ড ভরা আছে । আত্মা কতো ছোটো কিন্তু তার কতো বোধজ্ঞান । বাবা এসে কতো বুদ্ধি দান করেন । এরপর সত্যযুগে তোমরা সব ভুলে যাও । সত্যযুগে তোমাদের এই জ্ঞান থাকে না । ওখানে তোমরা সুখ ভোগ করতে থাকো । এও তোমরা বুঝতে পারো, সত্যযুগে আমরা দেবতা হয়ে সুখ ভোগ করি । এখন আমরাই আবার ব্রাহ্মণ । আমরাই আবার দেবতা হচ্ছি । এই জ্ঞান - বুদ্ধি খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । কাউকে বোঝালে খুশী উৎপন্ন হয়, তাই না । তোমরা যেন তাদের প্রাণ দান দাও ।

মানুষ তো বলে, কাল এসে সবাইকে নিয়ে যায় । এমন কাল ইত্যাদি কিছুই নেই । এ তো হলো বানানো ড্রামা । আত্মা বলে, আমি এক শরীর ত্যাগ করে চলে যাই তারপর অন্য শরীর ধারণ করি । আমাকে কখনো কাল গ্রাস করে না । আত্মার অনুভূতি আসে । আত্মা যখন গর্ভে থাকে তখন সাক্ষাৎকার করে দুঃখ ভোগ করে । ভিতরে থেকে সাজা ভোগ করে তাই তাকে বলা হয় গর্ভ জেল । এই আশ্চর্যজনক ড্রামা কেমন ভাবে বানানো আছে । গর্ভ জেলে সাজা ভোগ করতে করতে সাক্ষাৎকার করতে থাকে । কেন সাজা পেয়েছে সেই সাক্ষাৎকার তো করাবেই, তাই না, যেমন - এই - এই ভুল কাজ করেছে, একে দুঃখ দিয়েছে । ওখানে সব সাক্ষাৎকারই হয় তবুও বাইরে এসে পাপাত্মা হয়ে যায় । এই সমস্ত পাপ কিভাবে ভস্ম হবে ? তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - এই স্মরণের যাত্রায় আর স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের পাপ কেটে যায় । বাবা এও বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা, তোমরা যদি এই ৮৪ জন্মের স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে । চক্রকেও যেমন স্মরণ করতে হবে, তেমনই যিনি জ্ঞান দান করেছেন, তাঁকেও স্মরণ করতে হবে । বাবা আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করছেন । তিনি তো আমাদের তৈরী করেনই তবুও প্রতিদিনই নতুন - নতুন আসে, তাই তাদেরও রিফ্রেশ করতে হয় । তোমরা সমস্ত জ্ঞান পেয়েছো, এখন তোমরা জানো যে, আমরা এখানে অভিনয় করতে এসেছি । আমরা ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে । এমনভাবে চক্র ঘোরাও কি ? বাবা জানেন যে, বাচ্চারা খুবই ভুলে যায় । এই চক্র ঘোরাতে কোনো অসুবিধা নেই, অবসর তো তোমরা অনেকই পাও । পরের দিকে তোমাদের এই স্বদর্শন চক্রধারীর অবস্থা থাকবে । তোমাদের এমন হতে হবে । সন্ন্যাসীরা তো এই শিক্ষা দিতে পারে না । এই স্বদর্শন চক্রকে গুরুরাও জানেন না । ওরা তো কেবল বলবেন - গঙ্গা দর্শনে চলো । কতো মানুষ সেখানে স্নান করে । অনেকে স্নান করলে গুরুদেরও দক্ষিণা প্রাপ্ত হয় । বারে বারে তারা তীর্থ যাত্রায় যায় । এখন তোমরা দেখো, ওই যাত্রা আর এই যাত্রায় কতো তফাৎ । এই যাত্রা ওইসব তীর্থযাত্রা ছাড়িয়ে দেয় । এই যাত্রা কতো সহজ । তোমরা চক্রও ঘোরাও । এমন গানও তো আছে ---চারিদিকে পরিক্রমা করলাম, তবুও প্রতি মুহূর্তে দূরে । অসীম জগতের পিতার থেকে তোমরা দূরে থেকেছো । তোমাদের এই অনুভব হয় । ওরা এর অর্থ জানে না । তোমরা এখন জানো যে, আমরা অনেক পরিক্রমা করেছি । এখন এই পরিক্রমা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছো । এই পরিক্রমা করে তোমরা কাছাকাছি তো আসোই নি বরং দূরে চলে গেছো ।

এখন এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবাকে আসতে হয় । বাবা বলেন, আমার মতে তোমাদের চলতেই হবে, পবিত্র হতেই হবে । এই দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না । যতক্ষণ না নতুন গৃহ তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পুরানো গৃহতেই থাকতে হয় । বাবা তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এই সঙ্গম যুগেই আসেন । অসীম জগতের পিতার এ হলো অসীম এবং অবিনাশী উত্তরাধিকার । বাচ্চারা জানে যে, বাবার এই অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো আমাদের । তারা সেই খুশীতেই মগ্ন থাকে । তারা নিজের উপার্জনও করে আবার বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারও পায় । তোমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকারই পাও । ওখানে তোমরা জানতেই পারবে না যে স্বর্গের উত্তরাধিকার তোমরা কিভাবে পেয়েছো ? ওখানে তো তোমাদের জীবন খুব সুখের হবে, কেননা তোমরা বাবাকে স্মরণ করে শক্তি গ্রহণ করো । পাপ মুক্তকারী পতিত - পাবন একমাত্র বাবাই । বাবাকে স্মরণ করলে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরালেই তোমাদের পাপ মুক্ত হয় । এ কথা খুব ভালো করে নোট করে নাও । এটা বোঝাই হলো যথেষ্ট । ভবিষ্যতে তোমাদের বারে বারে বলতে হবে না । এক ইশারাই যথেষ্ট

। তোমরা যদি অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে । তোমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হতে আসো । এ কথা তো স্মরণে আছে, তাই না । আর কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা আসে না । এখানে তোমরা আসো, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা বাপদাদার কাছে যাই, তাঁর থেকে নতুন দুনিয়া স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে ।

বাবা বলেন যে, স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । এখন যিনি তোমাদের জীবন হীরে তুল্য করেন, তাঁকে দেখো । এও তোমরা জানো যে, এখানে চাক্ষুষ দেখার কোনো কথা নেই । এ তোমরা দিব্যদৃষ্টির দ্বারাই জানো । আত্মাই এই শরীরের দ্বারা পাঠ গ্রহণ করে – এই জ্ঞান তোমরা এখন পেয়েছো । আমরা যে কর্ম করি, আত্মাই এই শরীর ধারণ করে কর্ম করে । বাবাকেও পড়াতে হয়, তাঁর নাম সর্বদাই শিব । শরীরের নামের পরিবর্তন হয় । এই শরীর তো আমাদের নয় । এ হলো এনার সম্পত্তি । শরীর হলো আত্মার সম্পত্তি, যার দ্বারা অভিনয় করে । এ তো খুব সহজ সরল, বোঝার মতো কথা । আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু সকলেরই শরীরের নাম পৃথক । আর ইনি হলেন পরম আত্মা, সুপ্রীম আত্মা । উঁচুর থেকেও উঁচু । এখন তোমরা বুঝতে পারো, ভগবান তো একজনই, তিনিই সৃষ্টিকর্তা । বাকি সকলেই হলো রচনা, যারা অভিনয় করে । এও তোমরা জেনে গেছো, কিভাবে আত্মারা আসে, প্রথম দিকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা থাকে, অল্প সংখ্যক । আবার শেষের দিকে তাঁরাই যোগ্য হয় প্রথমে আসার জন্য । এ হলো যেন সৃষ্টিচক্রের এক মালা, যা ঘুরতেই থাকে । তোমরা যখন মালা ঘোরাও তখন দানার চক্র তো ঘুরতে থাকে ।সত্যযুগে সামান্যতম ভক্তিও থাকে না । বাবা বুঝিয়েছেন – হে আত্মারা, তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । তোমাদের অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে, বিনাশ তো সামনে উপস্থিত । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা পাপ মুক্ত হবে আর তখন সাজা ভোগ করা থেকে মুক্তি পাবে । পদও তখন ভালো পাবে । তা না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের কাছে কতো ভালো এক অতিথি । আমি সম্পূর্ণ বিশ্বের পরিবর্তন করি । আমি পুরাতন বিশ্বকে নতুন করে দিই । তোমরাও জানো যে, বাবা কল্পে – কল্পে এসে বিশ্বকে পরিবর্তন করে পুরানো বিশ্বকে নতুন করে দেন । এই বিশ্ব তো পুরাতন থেকে নতুন আর নতুন থেকে পুরাতন হয়, তাই না । তোমরা এই সময় চক্র ঘোরাতে থাকো । বাবার বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, তিনি তার বর্ণনা করেন, তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে চক্র কিভাবে ঘোরে । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমরা তাঁর শ্রীমতে চলে পবিত্র হই । তোমরা এই স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে থাকবে, তারপর উঁচু পদ পাবে । পুরুষার্থ করাও আবশ্যক । এই পুরুষার্থ করানোর জন্য কতো চিত্র ইত্যাদি বানানো হয় । যারা আসে তাদের তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রের উপর বোঝাও । বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে অনেক আত্মাদের প্রাণ দান করতে হবে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

২) এই মিষ্টি সঙ্গম যুগে নিজের উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । নিজের জীবন সর্বদা সুখের করে তুলতে হবে ।

বরদান :-- সংগঠনে থেকে, সকলের স্নেহী হয়ে বুদ্ধিতে এক বাবাকে আশ্রয় করে কর্মযোগী ভব

কোনো কোনো বাচ্চা সংগঠনে স্নেহী হওয়ার পরিবর্তে পৃথক হয়ে যায় । তারা ভয় পায়, কোথাও না আটকে যাই, এর থেকে দূরে থাকা তো ঠিক, কিন্তু তা নয়। ২১ জন্ম পরিবারে থাকতে হবে, যদি ভয় পেয়ে দূরে থাকো, তাহলে এও হলো কর্ম - সন্ন্যাসীর সংস্কার । তোমাদের কর্ম যোগী হতে হবে, কর্ম সন্ন্যাসী নয় । সংগঠনে থাকো, সকলের স্নেহী হও, কিন্তু বুদ্ধির আশ্রয় যেন এক বাবাই হয়, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । বুদ্ধি যেন কোনো আত্মার সঙ্গে কোনো গুণ বা বিশেষত্বে আকৃষ্ট না হয়, তখনই বলা হবে কর্মযোগী পবিত্র আত্মা ।

স্লোগান :- বাপদাদার লেফট হ্যান্ড নয়, রাইট হ্যান্ড হও ।